Narajole Raj College

Department of Education

DSE1AT-Great Educators

Unit-1

Prof.Sk Idrish Ali

স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ পরাধীন ভারতবাসীর মনে সর্বপ্রথম হারিয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলে মৃতপ্রায় একটি জাতির দেহে প্রাণ সঞ্চার করতে সফল হয়েছিলে । তিনি সকল ভারতবাসীকে স্বদেশ প্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন । তিনি ছিলেন কর্মযোগী বীরপুরুষ । অরবিন্দের মতে , বিবেকানন্দই আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধান নেতা ও গঠনকর্তা । স্বামীজি ছিলেন নবভারত গঠনের অন্যতম রূপকার । কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বামীজির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন , " If you want to know India read Vivekananda "

N.R.C.Edu.Sk.I.Ali

বিবেকানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী

1863 খ্রিস্টাব্দে উত্তর কলকাতার বিখ্যাত দান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন । ছেলেবেলায় নান ছিল বিলে । ছোটো থেকেই তিনি খুব সাহসী ছিলেন । বিবেকানন্দ পাঁচ বছর বয়স থেকেই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করেছিলেন । তিনি দর্শন , ইতিহাস , সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়গুলি পড়তে খুব ভালোবাসতেন ।

তিনি 1993 খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার শিকাগো শহরে বিধর্ম সম্মেলনে ভারতীয় বেদান্ত দর্শনের সুন্দর ব্যাখ্যা তার অসাধার বক্তৃতায় তুলে ধরেন । আমেরিকার মানুষের মনে সেই অসাধারণ বক্তৃতা ' আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল । তিনি বিভিন্ন দেশ ঘুরে বেদান্ত ধর্ম প্রচার করেছিলেন ।

তিনি 1902 খ্রিস্টাব্দের 4 জুলাই মাত্র 39 বছর বয়সে বিবেকানন্দ ইহলোক ছেড়ে পরলোকগমন করেন ।

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শন

বিবেকানন্দ ছিলেন ভাববাদী দার্শনিক। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শন গড়ে উঠেছিল তার জীবনদর্শনের ওপর ভিত্তি করে , অর্থাৎ বেদান্ত দর্শনকে ভিত্তি করে । বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল -

বিবেকানন্দের শিক্ষার সংজ্ঞা

শিক্ষা বলতে মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশকে বুঝিয়েছেন। (" Education is the manifestation of the perfection already in man . "

N.R.C.Edu.Sk.I.Ali

শিক্ষার লক্ষ্য

শিক্ষার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে প্রকৃত চরিত্রবান মানুষ তৈরি করা । তিনি বলেছেন , শিক্ষা শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা , মৌলিকত্ব ও উৎকর্ষের ওপর গুরুত্ব আরোপ করবে । এ ছাড়া শিক্ষার্থীর দৈহিক , মানসিক , নৈতিক , আধ্যাত্মিক , ব্যক্তিত্ব , বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের বিকাশ এবং বৃত্তিশিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন ।

পাঠক্রম

তিনি পাঠক্রম নিয়ে বলেছেন । এখানে তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞান - বিজ্ঞানের সঙ্গ প্রাচ্য জ্ঞান - বিজ্ঞানের সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করেছেন । শিক্ষার্থীদের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিকাশের জন্য তিনি বেদান্ত দর্শন , ধর্ম , উপনিষদ পাঠের কথা বলেছেন । এ ছাড়া তিনি । ভাষাশিক্ষা , ইতিহাস , ভূগোল , বিজ্ঞান , সংগীত , শরীরচর্চা ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন । তিনি পাঠক্রমে ব্যবহারিক দিকের চেয়ে তাত্ত্বিক দিকের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন ।

শিক্ষণ পদ্ধতি

প্রকৃতপক্ষে একজন আর - একজনকে শেখাতে পারে না । যদি শিক্ষক মনে করেন তিনি শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিচ্ছেন তবে তিনি ভুল করবেন । স্বামীজি বলেছেন , ' No one can teach anybody . The teacher spoils everything by thinking that he is teaching '। আরও বলেছেন ' Education is the manifestation of perfection already in man ' । যেমন চকমকি পাথরের আগুন জ্বালার জন্য তাকে ঘর্ষণ করা প্রয়োজন , তেমনি শিক্ষক তার পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষার্থীর জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বারা। শিক্ষার্থীর জ্ঞান উন্মেষের জন্য অবশ্যই শিক্ষকের সাহচর্য প্রয়োজন । বিবেকানন্দের মতে , ‘ গুরুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে না এলে কোনরূপ শিক্ষাই হতে পারে না । তাই সকল শিল্পের , সকল বিদ্যার , সর্বোপরি ধর্মের জীবন্ত রহস্যসমূহ গুরু থেকে শিষ্যে সঞ্চারিত হওয়া চাই । তবে কোনকিছু শেখার জন্য শিক্ষার্থীর আত্মপ্রচেষ্টার প্রয়োজন । বিবেকানন্দ শিক্ষার উপায় হিসাবে যোগের সাহায্যে মনকে কেন্দ্রীভূত করার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন । তাঁর মতে যোগপদ্ধতি শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত গুণাবলি , যথা — নির্ভিকতা , প্রেম , সহানুভূতি ইত্যাদি বিকাশের পরম সহায়ক । জ্ঞানলাভ করতে হলে প্রথম প্রয়োজন ‘ শ্রদ্ধা ’ , তারপর ইন্দ্রিয় সংযম । শিক্ষার্থীদের মনঃসংযম আসে এবং সব শিক্ষাই তখন সহজ হয়ে ওঠে ।

N.R.C.Edu.Sk.I.Ali

শিক্ষক

শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের পথে কোনো বাধা এলে শিক্ষক সেই বাধাগুলি দূর করতে সহায়কের ভূমিকা পালন করবেন । শিশুর অন্তর্নিহিত ক্ষমতার বিকাশ নজর দেবেন । তিনি বলেছেন ' The teacher is a friend , philosopher and guide of the student .)

বিদ্যালয় ও শৃঙ্খলা

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার পরিবেশকে আদর্শ শিক্ষার পরিবেশ হিসেবে গ্রহণ করার কথা বলেছেন । গুরুগৃহে বাসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জীবন গুরুর

জীবনদর্শন দ্বারা প্রভাবিত হবে । ফলে শিক্ষার্থী হয়ে উঠবে একজন আদর্শ সুনাগরিক। তিনি শিশুর স্বশিখনে এবং কাজে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। তিনি মনে করেন এর মাধ্যমেই শিশুর মধ্যে শৃঙ্খলা আসবে।

নারীশিক্ষা

তিনি দেশের নারীদের দূরাবস্থা দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন । এই দূরাবস্থা অশিক্ষার ফল । তাই তিনি নারীদের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন , ব্রম্মচারী দল গঠন , নারীমঠ স্থাপন , বেলুড় মঠ স্থাপন করেছিলেন । তিনি বলেছেন , মেয়েরা শিক্ষিত হলে ভবিষ্যতে তাদের ছেলে মেয়েরা ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে ।

গণশিক্ষা

N.R.C.Edu.Sk.I.Ali

তিনি বলেছেন ভারতবর্ষের মানুষ যতদিন না শিক্ষিত হচ্ছে ততদিন এই দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয় । জীবনের উপযোগী শিক্ষা , আত্মনির্ভরশীলতার শিক্ষা , জনসাধারণের আর্থিক ও ব্যবহারিক বিষয়ে জ্ঞানদান , জাতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি ।

ধর্মশিক্ষা

ধর্মশিক্ষার জন্য তিনি রামায়ণ , মহাভারত , উপনিষদ থেকে ছোটো ছোটো নীতিগল্প অনুবাদ করে শিশু - শিক্ষার্থীদের পড়ানোর কথা বলেছেন

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ

গান্ধীজির মতো বিবেকানন্দও অস্পৃশ্যতার ঘোর বিরোধী ছিলেন । ছুঁৎমার্গকে তিনি একটা মানসিক ব্যাধি বলে মনে করতেন । তিনি সখেদে বলেছেন , “ ছোঁব না ছোঁব না বলে এদের আমরাই হীন করে ফেলেছি । এদের তুলতে হবে , অভয়বাণী শোনাতে হবে । বলতে হবে -- তারাও আমাদের মতো মানুষ , তোদেরও আমাদের মতো সব অধিকার আছে ।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, প্রকৃত মানুষ গড়ার শিক্ষা ,গণশিক্ষা , নারীশিক্ষা ,, বৃত্তিশিক্ষা , শারীরশিক্ষা , ইতিবাচক মনোভাব গঠন , জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা , রামকৃয় মিশন প্রতিষ্ঠা , বেদান্ত সমাজ প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য আবদান । তাই আজ প্রতিটি ভারতবাসী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উন্নত ভারত গড়ে তোলার দিকে এগিয়ে চলেছে ।

N.R.C.Edu.Sk.I.Ali

তিনি অশেষ প্রত্যয় নিয়ে বলেছেন , ভারত আবার উঠিবে , কিন্তু জড়ের শক্তিতে নয় , চৈতন্যের শক্তিতে ; বিনাশের বিজয় পতাকা লইয়া নয় , শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া ।